



ভূপেন এক্সেল, সীমান্ত ছাড়িয়ে দূরে

তপন ভট্টাচার্য

[Zoom In](#) | [Zoom Out](#) | [Close](#) | [Print](#) | [Home](#)

ভুপেন খাক্করকে আমি প্রথম দেখি বাবোই ডিসেম্বর, দুহাজার একের শীতের সন্ধায় কলকাতা এয়ারপোর্টে। তার আগের দিনবিখ্যাত শিল্পী শ্রী যোগেন চৌধুরী আমাকে শাস্তিনিকেতনের থেকে ফোনকরে বলেন, ভুপেন খাক্করকে বিভারতী একটা পুরষ্ঠার দিয়েছে যাপ্তদান করবেন প্রধানমন্ত্রী এবং তা নিতেই ভুপেন কলকাতা আসছেন। কিন্তু ভুপেন যেহেতু ক্যান্সারে আঘাত তাই এয়ারপোর্ট থেকেসরাসরি শাস্তিনিকেতনে যাওয়া খুবই কষ্টকর হয়ে উঠবে এবং আমাদের বাড়ি যেহেতু এয়ারপোর্ট থেকে দূরে নয়, তাই যদি একটা রাতআমাদের বাড়ি কাটিয়ে যান তিনি। বলাই বাহ্ল্য, যোগেনদার কথায় আমি তৎক্ষনাত্মকভাবে গেছি, কিন্তু সাথে সাথে এও মনে হল, এমন একজন লোকের সাথে আমি দেখাকরতে চলেছি, যিনি ক্যান্সারে অসুস্থ, যার শরীর প্রকৃত অর্থেইদুর্বল এবং তার সাথে দেখা করতে চলেছি আমি যে কিনা আপত্তসুস্থ, অস্ততঃ প্রতিমুহূর্তে এখনও মৃত্যুভয় যাকে ব্যাপ্ত করেনি, একই সাথে শিহরণ ও বিস্ময় জাগিয়েছিল সন্দেহ নেই, আমি কী অপার, স্বাস্থ্যবান হিসাবে তার সাথে দেখা করতে চলেছি এবং তা একটা শুকনোদায়িত্ব তার বিরতিকর দিকটাও অমিমন থেকে ঝোড়ে ফেলতে পারছিলাম না।

কিন্তু দেখা হবার সাথেসাথে এই দৃশ্যটা একেবারে বদলে গেল। আমাদের সাথে পরিচয় হল এমন একজনেরয়ার জীবন সম্পর্কে অপার কৌতুহল , তিনি মুহূর্তেই বন্ধু হয়ে যান , বন্ধুদেরসাথে বসে গল্প গুজব , মদ্যপান ইত্যাদিতে কোন অনিহাই নেই তেমন ভদ্রতাও সৌজন্য বোধেরও কোন তুলনা হয় না, তিনি নিজেকে ভারী করে তোলেন না,শিল্প সম্পর্কে দুরহ আলোচনাও সহজ ভাবে করেন, কোনো কিছু ভালো দেখলেসেই মতামত জানান যাকে বলা যায় জ্ঞানপাত্রকে টাইটু স্বুর করে তিনি জীবনকাটান। এমন কী গভীর রাত্রিতে শুতে যেয়েও মশারীর ভেতর ট্রড়জনব্দব্দজ্ঞাড়ণ্ডব্দজ্ঞপ্রস্তু -এরপুরোন একটা বই পড়েন। বইটা, বললেন তিনি, অনেক বছর আগে দিল্লীর ফুটপাথ থেকে দু টাকায় কেনা ।

আমাদের বাড়ীতে আমিআরেকটা কাজ করেছি যা আমার মত বিখ্যাত নয় এমন শিল্পীর পক্ষেস্বাভাবিক। আমার কিছু ছবি ভুপেনকে সুযোগ বুবো দেখিয়েছি। ভুপেনপ্রতিটি ছবি সম্পর্কে আলাদা করে মতামত দিচ্ছিলেন। দেখা শেষ হয়ে যাবারপর বলেছিলেন আচ ট্রিপ্পলস্ট্রোক্সপ্রদৰ্বণ্ড ভঙ্গাত্ত ত্রিপ্পজ থ্রেন্থন্ধ প্রমাণান্তরাঙ্কনাত্ত বৃপ্তি দণ্ডণ্ড ভঙ্গাত্তজ্ঞপ্রজ্ঞপ্রদৰ্বণ্ড ক্র . পরদিন ভোরবেলায় দেখলাম

ভুপেন দাড়ি কাটার সরঞ্জাম তাবটেই, এমন কী শ্যাম্পুর পাউচ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। শ্যাম্পু করার পরতার সাদা হয়ে যাওয়া চুল আশ্চর্য সুন্দর দেখালো। পরে শুনেছিলাম, যোগেনচৌধুরী ষাট ও সত্তরের দশকে ভুপেনকে ধনী মনে করতেন ঐ সাদা চুলক্ষ্য করেই। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে ভুপেনের রোজগার তখন ভালো ছিলো না, প্রায়ই টাকা নিতে ন বন্ধু গুলাম শেখের কাছ থেকে। যে এ্যাকাউন্টেন্টফার্মে তি নি চাকরি করতেন তার মাইনে ছিল হাজার টাকা এবংপ্রতিদেন্দফান্ড ইত্যাদি বাবদ মাত্র ২৫০০ হাজার টাকার মত পেয়েছিলেন। যখনধীরে ধীরে তার একটা জলরং- এর ছবির দামও পঁচিশ বছরের জমানোপ্রতিদেন্দফান্ড ইত্যাদির চেয়ে বেশি।

এর উদাহরণ ভারতীয় শিল্পী মহলে বিস্তর। সাথে সাথেই তারপ্রস্টেট গ্লান্ডের ক্যান্সারে ড্রেস করা, ওষুধ বার করে খাওয়া ইত্যাদি নিজেই করে চলেছেন। তারপর শাস্তিনিকেতন যাওয়ার পথে হাওড়াএসে সকাল প্রায় দশটার শাস্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ধরি। তারপর সেখানে শিল্প সম্পর্কে নানা কথা হচ্ছিল। বিশেষতঃ অনেকেই কেমন শিল্পের বিপদজ্ঞনক পথে না ঢুকে, যন্ত্রনালক্ষ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন না হয়ে কেমন খ্যাতির জয়গান পেতে চান তারকথাও বলাবলি করছিলাম। তিনি শাস্তিনিকেতনে যাবার দৃশ্য গভীর মনযোগেরসাথে লক্ষ্য করেছিলেন এবং তার সাথে গুজরাত, আমেদাবাদের তুলনা করেছিলেন।

শাস্তিনিকেতনেগিয়ে আমরা শিল্পী যোগেন চৌধুরীর বাড়িতেই উঠলাম। মধ্যাহ্নভোজনেখুব সুন্দর চিংড়ি রান্না করেছিলেন বৌদি অর্থাৎ যোগেনদার স্ত্রী। সাথে পাওয়া গেল ফ্রাসী মদ যা শোনা গেল, খুবইদামী। এরপর ভুপেন কিছুক্ষন বিশ্রাম নিলেন। কিন্তু নিলেন একেবারেঘড়ি ধরে

তারপর আমরা শাস্তিনিকেতন থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটারদূরে টেরাকোটার মন্দির দেখতে গেলাম। খুবই খুঁটিয়ে তিনি দেখলেন টেরাকোটার কাজ প্রতিটি কাজ হচ্ছে ঘড়ি ধরে কিন্তু মনযোগ দিয়ে তারপর ভুপেন শাস্তিনিকেতনে ফিরে শিল্পী মানি সুব্রহ্মণ্যামেরবাড়ি গেলেন। ওখান থেকে যোগেনদার বাড়িতে ফেরা সেখানে ছিল ভুপেনেরসম্মানে যোগেনদার একটা পাটি। পুরোটা সময়ই খুবই সপ্রতিভ, আড়ডাপ্রিয় মনে হল ভুপেনকে। শোনা গেল বরোদায় ভুপেনের বাড়িতেনিয়মিত আড়ডার গল্লা যা মোগল কায়দায় 'ভুপেনের দরবার' বলে পরিচিত।

শাস্তিনিকেতন থেকে ফেরার পথে ভুপেন কিছুটাকা বার করে আমাকে দেখিয়ে বললেন , দেখো কেমন নতুন বাকবাকে টাকা, শাস্তিনিকেতন অফিস থেকে যাতায়াত বাবদ যা দেয়া হয়েছে। খ্যাতি, বয়সহওয়া সন্ত্রেণুন্তন টাকার নেট দেখেও তিনি খুশী হন। প্রধানমন্ত্রীর থেকে পুরস্কার নিতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের সাথে গুজরাটি ভাষায় কথাহয়েছে সেই আনন্দের কথা জানালেন। পুরস্কার নেওয়ার সময় আমি ওখানে উপস্থিত ছিলাম না। তারপর হাওড়া থেকে ফেরার পথে বড় বাজারের ভীড় , দোকান বাজার দেখে বার বার বলতে লাগলেন 'তপন এরপর এলে এখানে থাকবো এবং ছবি অঁ কবো।' আমি বুঝতে পারছিলাম বড় বাজারের মত Locate ইঁড়োড়ু \pm S \pm öÅÆó Èööþ ÷ Èööþ áöïÈöþ æ±üþá \pm ßÈöþ ðøÈüþËå¼ ûðÝõh ð±æ±Ëöþ ñïÈßÖ±öþ ðß±ð ðø ÕØ±ß± ýËö ð± öÅÆóð à±!Èöþöþ¼

শাস্তিনিকেতনের এই তিনটে দিন আমাদের এত কাছে এনে দিয়েছিল যা আমার কাছে খুবই সুন্দরঅভিজ্ঞতা। প্রায়ই ভোর আটটায় (ঘড়ি মেলানো যায় এমনআটটায়) তিনি বরোদা থেকে ফোন করতেন, স্ট্রেচ চড়ান্তমানক দ্রজপ্লান্থ
দ্রজপ্লাস্ট্র শুনতেও খুব মধুর লাগতো। এবং ভুপেন নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন আমার ছবি আঁকার, কোন কোন গ্যাল
পাই উৎসাহী হতে পারেতাও বললেন। নিজের শরীরের কথাও জানাতেন, কোন কোন ডাক্তার দেখাচ্ছেন বাতাতে কী ফল
পাচ্ছেন সেইসব। আর বরোদায় আসতে বলতেন। বরোদায় ওনারদুটো পাশাপাশি বাড়ি। একটা বাড়িতে থাকেন এবং
ছবি আঁকেন এবং অপরটি হল অতিথিদের জন্য। ফলে থাকার কোন অসুবিধে হবে না।

শাস্তিনিকেতনথেকে পুরষ্কার পাবার কয়েক মাস পর বনপ্লান্ড প্রস্তর ডস্টন্ট্র আয়োজিত একটা ট্রাঙ্গল এ যোগ দিতে আবার কোলকাতা এসেছিলেন। সেই ট্রাঙ্গল এয়োগেন চৌধুরী, অর্পিতা সিং এবং আরও কয়েকজন ছিলেন। ট্রাঙ্গল টা হচ্ছ

ଲ ଆଲିପୁରେ ବନ୍ଦିନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଦ ଚକ୍ରତ୍ର ଚନ୍ଦନପୁଷ୍ଟନତ୍ତ୍ଵ ଏ । ବାଡ଼ିଟାକେ ସିରେମେଖାନେ ବିରାଟ ଏକଟା ଟ୍ରିପ୍ଲାମ୍ବାତ୍ର ଯାତେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲେର ଓ ଅର୍କିଡେର ବାଗାନ ଓ ଏକଟା ଟ୍ରିପ୍ଲାମ୍ବାଡ଼ନ୍ଦ୍ରାଜ୍ଞଦ ରହେ । ଭୁପେନଇ ଆମାକେ ଡେକେ ନିତେ ମେଖାନେ, ଅସଂଖ୍ୟ ଛବିର ଲୈଟିଡ ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏଣ୍ଟିଲେନ ତା ଦେଖାଲେ । କ୍ୟାନସାରେ ଭୋଗା ଏକଟା ଲୋକଆର୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ, ଆଡ଼ା-ଗଲ୍ଲ, ଛବି ଆଂକା କୋନ କିଛୁ ବାଦ ତୋ ଦେନଇ ନା ବରଂଆରା ଯେନ ଜାପଟେ ଧରଛେନ ସବକିଛୁ । କଳକାତାଯ ହୋମିଓପ୍ୟାଥ ଭୋଲାନାଥ ଚତ୍ରବତୀରସ ଥେ ଯୋଗାଯୋଗକରେ ତାକେ ଦେଖାଲେ । ନୃତନ ଇଙ୍ଗେଲେର ଜନ୍ୟ ଗ୍ରେଟ୍. ମ୍ରତ୍ତ୍ଵ-ର ଦୋକାନେ କଥା ବଲେନ ତୋ ଅପର ଦିକେ ଦେଯାଲେବେ ଲାନୋ ଲ୍ଲିସି

বিচ্ছি পোষ্টার ক্রমান্বয়ে স্থান ও কেনেন বউবাজারের তুলির দোকান থেকে তুলি কেনেন , আবার প্রজ্ঞান ও দেন। এই সময় লক্ষ্য করেছিলাম টাইমস্ অফিসিয়ার বারান্দায় বসে কত সহজ ভাবে তিনি ক্রমান্বয়ে ট্রান্সপ্রোত্তৃত করেন। এবং ভুপেনের বসাটাই কী আঙুত! যেন হাড়গোড় নেই এমনভাবে বসেন তিনি। এক পায়ের ওপর পা তুলে

ଆଶର୍ଯ୍ୟ ଆସନ କରେ ବସେନ, ଏମନ କୀ ପାଯେର ନଥଓ ମୁଖ ଦିଯେ କାଟିତେ ପାରେନଅବଲିଲାଯାଇଁ । ଅନ୍ୟ ଛବିର ସାଥେ ଯେ ଦୁଟି ଏଁକେଛିଲେନ ତିନି ଐଞ୍ଜୋନ୍‌ଟ୍ରନ୍ଡିଙ୍କା ଏ ତା ହଳ, ଅନ୍ତର୍ଦୟନ୍ତ ପ୍ରକ୍ଳାନ୍ତର୍ଦୟନ୍ତ, ୨୦୦୨ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରନ୍ତ ପ୍ରକ୍ଳାନ୍ତର୍ଦୟନ୍ତ, ୨୦୦୨ । ଚନ୍ଦ୍ରନ୍ତ ପ୍ରକ୍ଳାନ୍ତର୍ଦୟନ୍ତ ଏର ମାନୁସଟିର

ବସାର ଭଙ୍ଗି ଅବିକଳ ଭୁପେନେର ମତ । ଭୁପେନେର ଅସଂଖ୍ୟ ଛବି ଆଛେ ଯାର ଠଣ୍ଡନକୁଣ୍ଡ ଟିର ହାବଭାବ ଭୁପେନେର ମତ । ସାଦା ଚୁଲ୍ଲ ଏକଇ ରକମଭାବେ ଝୁକେ ଆଛେ କିନ୍ତୁ ମେ ଅର୍ଥେ କୋନ ଏନ୍ଦ୍ରପୁନ୍ଦ୍ର ନାମକରଣକୁ ଅଁକେନ ନି । ଏ ଆଟ କ୍ୟାମ୍ପେର କାରଣେଇ ଏକଟା ପାଣ୍ଟି ଦେଓଯା ହେଁଛିଲ

সেখানে বললেন, স্ট দ্রঞ্জিপুঁথিপুন্ডৰ ড্রঞ্জিপুন্ডপুন্ড! স্ট দ্রঞ্জিপুন্ডপুন্ড মন্তব্য করতে ভুগেনের জুড়ি নেই। এই ক্যাম্প থেকে এয়ারপোর্ট গিয়েছিলাম ভুগেনকে বিদায় জানাতে সেই কায়দা করে বসলেন। একসাথে কফি খাওয়া গেল। হঠাৎ এয়ারপোর্টে ধূতি কোট পরা এক গুজরাতি দম্পত্তিকে দেখে আবারশিশুর মত আনন্দিত, ‘তপন দেখো, গুজরাতি’। তখন মনে পড়লোপাটি তে কে একজন তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘ডুন্ড নবত্র স্তুদ্রঞ্জিবুণ্ডজন্দস্তু উন্তুন্তপুন্ডুন্ড’। ভুগেন যে আগ করলেন, ‘দ্রঞ্জিপুন্ডপুন্ড স্তুদ্রঞ্জিপুন্ডপুন্ডক’ দেখতে দেখতে এবার বিমানের সময় হয়ে গেল। ভুগেন আমেদাবাদে নেবে ট্যাক্সিতে বরোদা ফিরবেন,

ধীরে ধীরে উঠে মিলিয়ে গেলেন আমার দৃশ্য জগৎ থেকে। অবশ্য কোথাওয়াবার সময় এভাবেই সবাই মিলিয়ে যায়। কিন্তু এই ছিল আমার সাথে ভুপেনেরশেষ দেখা। তারপর কেবল টেলিফোনে যোগাযোগ।

তখন যোগেন্দ্রাই কখনও ফোনে জানাতেন, 'ভুপেনের শরীর ভালো নেই। হাঁট

তে অসুবিধে হচ্ছে। বন্ধের একটা আর্ট কর্মশালায় দেখা হয়েছিল। একইঘরে ছিলাম আমরা। কিন্তু শরীর আরও খারাপ হয়েছে ভুগেনও ফোনে জানাতেন বিস্তৃতভাবে কী চিকিৎসা হচ্ছে। ইনজেকশন, সেলাই-ফোড়াই, নার্সিংহোম, ডান্ডারে, জীবন যন্ত্রণায় চূড়ায় উঠেছে যেন বন্ধে থেকে অতুল দোদিয়া জানায়, ‘ভুগেনদাকা তবিয়ত বহুত বিগাঢ়গিয়া।’ শেষে শুনলাম ভুগেন ডান্ডারকে ভাবলেশভাবে বলেছেন, ‘আমারপা দুটো কেটে ফেলো যদি তাতেও বেঁচে থাকা যায়। ট্রিডুসম্মা প্লাস্ট প্রন্থন্ধন !’ রোগীর

এমন অনুরোধে ডাতারও আবেগপ্রবণ হয়ে যান।

এরপর ২০০৩ এরআগস্টের প্রথমেই জানতে পারি , ভুগেনের পেচছাব বন্ধহয়ে গিয়েছেএবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তাকে স্ন্যানস্ব স্ক্রিনিস্ক্রিন স্ক্রিনিস্ক্রিন দেওয়া হচ্ছে। আটই আগষ্ট সন্মেলাশিল্পী জয়শ্রী চৰবৰ্তী জান
য়. সঞ্চ

সাতটা নাগাদ ভুপেন মারা গেছেন।' সাথে সাথেই বুবাতে পারি, এইয়ে ভেবেছিলাম ভুপেন বেঁচে যাবেন এবং তার ছবিতে শেষ যে ব্দশান্জনক্ষমত্ব দিক এসেছে, বৌদ্ধ তত্ত্বান্বিতভাবে গুলো আসছে তা আরও চূড়ান্ত হয়ে যাবে আগামী বছরগুলোতে, আরও অনেক

ଆଶାର ମତ ଏଟାଓ ବ୍ୟର୍ଥ ହଲ ।

ভূপেনের মুত্তুরপর প্লান্টস্টেন্ট গুলি তেমনভাবে স্টপ্লান্টস্টেন্ট করেনি। অনেকখবরের কাগজে কিছুই ছাপা হয়নি।

ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧୁମାତ୍ରର ହିଂସା କରିବାର ପାଇଁ ତାର କାଜକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେଛେ । ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ବୋଧହୟ ହିଂସାକାରଙ୍ଗେ ତାର

সাদা ধৰ্বথবে চুল, আশৰ্ম্ম বুদ্ধিদীপ্তি মুখচোখ, প্ৰায়ই দাঁত বেৱিয়েথাকে এমন মুখটাই সাম্প্রতিক জাতীয় চিত্ৰকলাৰ অন্যতম মুখ হয়ে থাকবে। যদিও এক্ষেত্ৰে নিৰ্ধাৰিত হল, তাৰ জন্ম ১০ই মাৰ্চ, ১৯৩৪ এবং মৃত্যু ৮ ইআগষ্ট, ২০০৩। তিনি গাড়ীতে অকাৱণে হৰ্ণ বাজালে রাগ কৰতেন কলকাতায় ও শাস্ত্ৰিনিকেতনে তিনি অনুযোগ কৰেছিলেন এখানে গাঢ়ীচালকৰা অকাৱণে হৰ্ণ বাজায়। এখন অবশ্য তাৰ আৱ হৰ্ণ শোনাৱই কোন বালাই নেই, হায়, তিনিই যে নেই।

۲

ভুপেনের মৃত্যুর বছরখানেক আগে গুজরাতেস্থাধীনতার পর সবচেয়ে ভয়ানক দাঙ্গা ঘটে এবং তা এখনও চলেছে নিভে যাওয়াউননের চাপা আগুনের মত। একাংশ ভারতীয় যে ত্রামাগত সাম্প্রদায়িক হচ্ছেবা রাজনৈতিক কারণে তাদের সাম্প্রদায়িক করে তোলা হচ্ছে তা ভুপেনজানতেন। একই সময় প্রস্টেটের ক্যান্সারের কারণে শারীরিক ব্যাধি ভুপেনকে আলোড়িত করেছে। চামড়ার নীচে থেকে আসা ব্যাধি চামড়াফাটিয়ে দেয়, গুঁড়িয়ে দেয়। ২০০২ এর মার্চ মাসে ভদ্রেরা আট গ্যালারীর প্রদর্শনীতে কিছু ছবি রাখা ছিল যেখানে ব্যাধি ও সামাজিক দাঙ্গা যেনএকবিন্দুতে এসে মিশে গেছে। আর গুজরাত দাঙ্গাও তো দুইহাজার দুইতে শু হয়না, এ যেন স্বাধীনতার পর থেকে বিশেষত ৮০ র দশকের পর থেকে ত্রামাগতঘটে চলেছে, কখনও, কখনও তার চূড়ান্ত হয় যেন। We are becoming more and more communal' ' ঋঁঁঁঁঁঁ ঋঁঁঁঁঁ ঋঁঁঁঁঁ

Ý á±yñÜÇ Üß±ß±öp ýÉüp Ö±Eå¼ç Bc öAËóò Ü÷ò ïß±ò æ÷±Eüpí ü±ñ±öpñD ÖÖ±Eßò ð± ö± Ü÷ò ïß±Eò± çöh, æò±öp BùËöp±ù Yé×M±ó lùà±Eò ïß±ò öE±ç M ÜEü e×óç lëší yûpçò, lùçöEhöp Ö±Eü ö±Eú i±Eß çBcçöEhöp e×EßVúÉ i±Eß ÜEßö±Eöp öÖiB lù¼ç Bc æòEööp lùEø ÜEü i±öpåçöEi üöp±üçöp ü÷ß±ç i±Eß çåEù± ö±¼ 1999 i±Eß i±öp åçö Ö±öpÝ ïß±ò öÖiB Öç™|Q÷üp i±Eß lùO±æBËöp Eå¼ 2001 Üöp Ö±öpÝ öAËé± öÖyÈ æuöpñ Üöp åçö , öAËé±ýx

ÓÐÙ±Þ± ýËÙÝ ÚËððþ ðÉ¿M |þÍLaÙ¿ðóËððþ ÷ÅËà±÷Å¿à, Úðþ± Þ±ò ðþM±M¿÷¿åËùðþ
Úßæò½

No revolution, no heresy, is comfortable and easy. But it is a leap, it is a rupture of the smooth evolutionary curve and a rupture is a wound and a pain. But it is a necessary wound: most people suffer from hereditary sleeping sickness, and those who are sick with this ailment (entropy) must not be allowed to sleep or they will go to their last sleep of death.

The same sickness is common to artists and writers; they go contentedly to sleep in their favourites artistic from which they have devised, then twice revised. They do not have the strength to wound themselves, to cease to love what has become dear to them. They do not have the strength to come out from their lived in, laurel scented rooms, to come out into the open air and start a new. To wound one self, is difficult, even dangerous. But to live to day as yesterday and yesterday as today is more difficult for the living.

օԱԷօօ Օ±÷±Էօծիյ÷նիՑ±օթ ՄԲ աՕլյ օ±օԷ չօ÷Ծ±ի ԲԷօթԷաօ, Ա չաՏՑԱ±նի ՕօնԱԵyx Ա
չՑ Ահա±չ հԷնի Յ ալօԷօծ աօլօթօթ Ծ±նՑ չօԲ օ±օ±ԷլY Ա չ+Էն լաԷա¼ ՊԷլԵՑԱ+նիՑ±Էն ։
±օԱԷօծ օ±օ±օթ ՊԷնիՑ±աօ օԷհ իՑ լուyx օ±օ± ՄՑԱնԱ+±+չ, ՁՑԱ+նի օ±օ± օնի Ա Օ±օթի Յ ԲՑ±օ

Ö±öþþüþ Ö±ñÁ¿ðòß ¿äSßù±üþ öÅËóò à±!Ëöþöþ Ö±ËáÝ 'íðò¿jòþ' ¿åù¼ ðjù±ù öüA ñïËß îöEj ,
lyðT±öþ yxíÉ±¿ð ÖËòËßýx AÐò¿jòþËß ÜBñöþËþ »¶±ßÖ¿ß Ý Ö±öúCö±ðÞ BËöþ
ÜÒËßEåò¼ Üàò AÐò¿jòþüþ öÉ¿Möþ exËiøø áËé ð± ööþÑ ÜBé±üþ÷¿áèßþ±Ëß îðà± û±üþ û
± homogenous ¼ ¿ßc æ±÷C±öþþ ¿ðàÉ±î ð±úC¿ðòß ÷±¿éCòý±ýxËéá±ðþ îð¿àËûþËåò ,
öÉ¿M ÷±öÅø

û± Desein Ëó ë×Ëê Õ±Ëü, îüáöïöþþöþ ÕËïÇ man in the singular.Desein ÕüÑàÉ÷±òÅø ¿ðËûþ ó¿ðþðÔî

óÅÉóÉðöþ üMöþ ðúÉßöþ áðö&ðù ÍðÉà ÷Éò yí lùò ðjðò lâ±é Þ±òúyöþ, ÷ôÐ!xù úyöþ, óÅÉðþ ±öÅðþ ð±áðþß úyöþ ðûþ ȏÉßy× ÕÓ±ßÉåò¼>¶±ûþ lù ÕÉiC ðh úyÉðþþ ðþ+óß±ðþ ðjðò yò ðò¼ lù÷ò ñðþ± û±ßÖÉ±E÷ðþß±ðþ ðúŠI ÚËe±ð±ëC yó±ðþ¼ ðßc ßàðY ßàðY ȏðþ óËðþþ ððÉß áðöÉÍ Úßy× áðöÉÍ Úßy× û±Eí Úßé± |þ±ò Y |þ±òýþlùžÉ ßþþ± û±ûþ lùà±Eò æð÷ Y æù ðjðæSþ±Eð ð÷Eú ȏÉß , lù÷ò D Two men , 1992 ðþ Figure in landscape , 1995 ¼ æù ðþN ßþþ±ðþ

ýËÙþËå ÞËÍ ÍÙ±ò üËjý ÞËß ð±¼ Õ±÷±ðþ Ü old man ¿é Õ±Ë÷¿ðþÙ±ò ¿äSÙðþ ÕÉ±¿ùü ðÙ
Ûðþ Û÷ðýx ÛÙ±

öÅËöò û¿ðÝ åÅËöþËåò ÖüÑàÉ æ±ûþá±ûþ ¿ßc þëþ å¿ð àÅðý× place bound ÜðÑ þ û öËöþ ±ð±ðþ ÷î•ýûþËþ

ÜEPÖB ÜTËI ÖÖ±ß± YËÜPËÅ ÙÀ±ËÖÙ ßI ÕÝÖB±ÁI Ò± Ü Ö=ËÙÖBÝ× ÜÙÉ± Ë×¾É Ù±ß ± ÕÚÇß

õÅçËî ¿áËûþ ñËjóËh û±ûþ¼

öÅËöö ü÷ß±÷í ¿ýËüËö ßí±ò underground öËù ï÷Ëúò ¿ò , Üé±Ëß ßí±ò ï¶±áè±÷ ¿ýËüËö »¶ä± ¿öþßËöþò ¿ò ööþÑ ó¿}

öÅËóò å¿ðËî impasto ¿ò÷Ç±Ëðòþ ððËù ÷ÅËå÷ÅËå S÷±áí ý±ùÄß BËðþ lòùËìò ÜðÑ Üý×ö±Ëð ô÷ÇÝ ¿ò÷Ç±í BðþËìò¼ Üé±Ëðòù± û±ûþ lòù ðþÑ lðð±ðþ lZËSÛßé± ¿ððòðþlì÷Åàï, ¶¿Sûþ±¼ BæðY ÷Ëò yûþ Ëùò æùðþÑ lðð±ðþlZËS Ûßé± ¿ððòðþlì÷Åàï, ¶¿Sûþ±¼ BæðY ÷Ëò yûþ lòù æùðÑ Üðþ÷ýx ý±ùß± BËðþ ðþÑ û±¿áËûþËåò ¿ßc, ¶¿Sûþ±é± üýæ ðûþ, ð±ðþ ð±ðþ ÷ÅåËî ÷ÅåËýx Û÷ò å¿ð ¿ò÷Ç±í yËî ñ±Ëðþ¼ lñùðþÑ ¿ððûþ ¿ð« ¿ò÷Ç±ËðþÖü±ñ±ðþí ¿äSßðþ ¿ñò å¿ð ¿ßc S÷±áí Õ±R ¿ð«±ü lððh û±Yûþ± ¿ðûþ±ñþlðþ lñùðþÑ Üðþ å¿ð lò÷ò ÜÒËßÉåò, lñ÷òæùðþÑ- ÜY ÖüÑàÉ å¿ð, ¿üðþþ÷Ëßðþ öþlñç, , etchings Ü ÕòÉ±òÉ graphics ¿ò÷Ç±í BËðþËåò¼Üý×ö±Ëð ð±™|ðñ±ðþ ÷É±¿æß ¿ò÷Ç±í BËðþËåò ÜðÑ ¿ððæY ñðËù lñùËìlððþËåò ÷ðþ÷Í Dasein Ü¼ ¿ððåÉ±í ¿ñSí yYûþ± üEMWûþ ö±ðþlñþþlñSí ü÷±Ëæ ï±Ëß ¿ððûþ ð±ðþò, ¶Y e×ëEï, Ü÷ò magical ÷±òÅøËß ¿ððûþ yûþËïï e×ëëöy×¼ ¿ñòðY lñ å¿ðËî ÷É±¿æßËß ð±™|ðí ±ðþ üg±ò ¿ððûþ ï±ûþúÐ âËé âËðþðþ ¿ððþþóM±ûþ ¿ßc BæðY ù÷±Ëæðþ ç@± ÷Åàðþ¶ä¿ùí |ş±ËòY lñýx erotic ÷É±¿æßð±™|ðñ±ðþ e×ëëæø âËé¼ ù#±ýþlñ Üßçé ð±úC ¿ðß Öðþþò¿yËüËð ¿ððûþ, öÅËóò ï±ðþ å¿ðËîï± ÖæÇò BËðþç åËùò¼

øÅËóËòðþ å¿ðËí Ío±ú±ËßðþÝ ¿ð¿äS è×ó¿Íš¿í ðþËûþËå ¼ Ú÷ò ßí figure ýþò Ío±ú±ËßÝ ßàòÝ
ßàòÝ æï¿ðî è×ó¿Íš¿í

÷±¿ò ÜÄöðè÷¿òÜþ÷, ¿öö±ò ÜÄjöþ÷ ý×ïÉ±¿ðöþ üt±EöEž½ðþöfþòEiþ ÷íý× öÄEöEöðþ Ö±™LÇæ±¿ß Ü÷iCò¿÷Eù¿åEù±¼ ¿ðEúøþD¿ðaE±î ¿ðe¿éú ¿úŠI ý±Ýüþ±ëC ýæ¿ßò, ü÷±Eù±äß ¿éE÷±¿í ý±ý×÷E±ò Ylùàß ü±ù÷±ò ðþ±æ¿ë Ý Ö±ðþY ÖEöEßðþ B±å ïEß¼ Üå±h±Ý ÖüNáE ¿ðEöúí áE±ù±¿ðþöþü÷iCò ¿í¿ò lóEüþEåò¼ lù B±ðþEí ðþ±ú¿ëðþ ðý× Üðþ æòE Bðþ± ïðþ graphics Eß lù ü÷±Eù±äß ð±Nù±ðþ ¿úŠI ýEöþò ð±EüðþB±Eäþþ iÅùò±Üþ ¿òBÖCþiþþ ðEùEåò ït Ö±ðþ Öáe±ýE BðþEí ýÜþ ¿ò ïEß¼ ïtEß ð±á±Eùðþ ÷EñE ó±Ýüþ± láEù Öäù ð±ðþiÜþ ü÷±æ i±ðþ lù Bß ðú±BðþE ït ïtEöY ¿úé×Eöþ e×êEí ýÜþ¼ Ö±æ ýÜþE ït ¿í¿ò ð±ðþò ÖEiCý× ñðþ±låO ±Ýüþ±ðþ ð±ý×Eöþ äEù láEåò¼ ¿ðEúøþD ü±ñ±ðþiö±Eð ð±ðþiÜþðþ± àE±¿ïEßÖöAËçþ ÷i ü÷ly ïEßðþò¼

[Zoom In](#) | [Zoom Out](#) | [Close](#) | [Print](#) | [Home](#)



Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com